A.S

বঙ্কিম-সমসাময়িক (১৯ শতকের) ব্যঙ্গ উপন্যাস

বঙ্কিম-প্রতিভা পর্বে একদল উপন্যাসিকের আবির্ভাব ঘটেছিল যাঁরা শিল্পগত অভিনবত্বে উৎসাহী ছিলেন। এই যুগে সামাজিক আদর্শ, ব্যক্তিগত আচরণ ও জীবননীতি নিয়ে নানা দ্বন্দ্বের মধ্যে নানা প্রবণতা সংকটে উপস্থিত হয়েছিল। ইংরেজি শিক্ষিত যুবক, ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত নব্যদল, সমাজ-সংস্কারকদের ভূমিকা নিয়ে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের বিদ্রোহ চরমে উঠেছিল। এই সময় সমাজ, পরিবার, ব্যক্তিকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করবার জন্য কয়েকজন লেখক স্বনামে ও ছদ্মনামে কয়েকটি প্রহসনধর্মী ও ব্যঙ্গাত্মক উপন্যাস লিখেছেন। সামাজিক বা ব্যক্তিগত ত্রুটি বা অনাচারের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গবর্ষণ করাই এদের উদ্দেশ্য। এই ব্যঙ্গের আড়ালে থাকত সমাজ-সচেতনতার ইঙ্গিত কখনোবা সামাজিক বা ব্যক্তিগত ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি সমাজ-মননের প্রতিক্রিয়া। এই শ্রেণির কয়েকজন লেখক হলেন – ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র বসু ইত্যাদি।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় - (১৮৪৯ - ১৯১১)

বঙ্কিমচন্দ্রের স্নেহভাজন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের চাবুক ব্যবহার করেছিলেন তাঁর উপন্যাসে। ১৮৭৪ সালে তাঁর ব্যঙ্গ-উপন্যাস 'কল্পতরু' প্রকাশিত হয়। '[illegible]' সাপ্তাহিক 'পঞ্চানন্দ' শিরোনামায় এবং 'পাঁচুঠাকুর' এই ছদ্মনামে তিনি অনেক রঙ্গ-ব্যঙ্গ সংক্রান্ত চুটকি রচনা করেছিলেন। 'ক্ষুদিরাম' নামে তার একটি উপন্যাসের সন্ধান পাওয়া যায় ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে; যদিও এটি খুব একটা জনপ্রিয় হয়নি।

ব্রাহ্ম সমাজকে ব্যঙ্গ করে 'ক্ষুদিরাম' লেখা হয়। শিক্ষিত ও স্বাধীনতার নামে ব্রাহ্মসমাজের নারীদের আচার-আচরণকে খুব একটা ভালো চোখে দেখেননি। উপন্যাসে এই বিষয়টাই প্রতিফলিত হয়েছে।

তাঁর লেখা 'কল্পতরু' বাংলার ~~[illegible]~~ প্রথম ব্যঙ্গ-উপন্যাস। ব্রাহ্ম-সমাজের নর-নারীদের ব্যঙ্গ করা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' উপন্যাসটির ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁর বিদ্রুপাত্মক রচনার হাত ছিল, কৌতুক-রস সৃষ্টির দক্ষতাও ছিল কিন্তু তাঁর ব্যঙ্গ-পরিকল্পনা যেন আঘাত করার উদ্দেশ্যেই প্রণীত হত। এই কারণে তাঁর রচনার খাঁটি আনন্দের ক্ষমতাটুকুই স্বীকৃত। যেমন সুকুমার সেন বলেছেন— 'কল্পতরুর কাহিনি চিত্ত উপভোগ্য, কিন্তু রুচি সর্বত্র শুচি নয়।' তবুও উপন্যাসের মাধ্যমেই লেখকের শক্তি-তাঁর প্রতিভা স্বীকার করতেই হয়।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু (১৮৫৪ – ১৯০৫)

'বঙ্গবাসী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। স্বভাবত: সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যেই ব্যঙ্গ রচনার আসরে অবতীর্ণ হন। উগ্র ইংরেজিয়ানার নকল-নবিশগণ এবং হিন্দুধর্মের দূষক ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবর্গ হলেন তাঁর আক্রমণের লক্ষ্যস্থল। বিশেষতঃ আচার-আচরণে কিছু কৃত্রিম ব্রাহ্ম স্ত্রী-পুরুষকে তিনি কঠোর ভাবে ব্যঙ্গ করেছিলেন।

তাঁর উপন্যাসগুলি হল- 'মডেল ভগিনী' (১৮৮৬-১৮৮৮) 'চিনিবাস চরিতামৃত' (১৮৮৬), 'কালাচাঁদ' (১৮৮৯-৯০), 'শ্রী শ্রী রাজলক্ষ্মী' (১৯০২) 'বাঙালী চরিত' (১৮৮৫), 'কৌতুককণা' (১৯০৭)। এই গ্রন্থগুলি একসময় জনপ্রিয় হয়েছিল এবং হিন্দুসমাজকে আনন্দ দিয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজকে শাণিত বিদ্রূপের চাবুকে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ করেছিল। তাঁর অধিকাংশ রচনায় ভ্রষ্ট ও অমার্জিত স্থূল উক্তির ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এবং ব্যক্তিগত আক্রমণ উপন্যাসের সার্থকতার পথে বিঘ্নস্বরূপ হয়েছে। চরিত্রচিত্রণে অতিশয়োক্তি এবং [illegible] কৌতুক রস সিঞ্চনে স্বতঃস্ফূর্ততার অভাব তাঁর উপন্যাসের [illegible] [illegible] [illegible] ব্যর্থতাই লক্ষ্য করেছে। তবুও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর নাম আজও স্বীকৃত।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭ - ১৯১৯)

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় বিচিত্র প্রতিভার ব্যক্তি এবং বিচিত্রতর স্বভাবের লেখক। দেশের শিল্পবাণিজ্যের পুনরুত্থানের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রচারক ও সমর্থক। উচ্চ সরকারী কর্মের ফাঁকে ফাঁকে তিনি শিল্পের ও ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য সমগ্র ইউরোপ পরিভ্রমণ করেন। কৃষিকার্য ও কুটির শিল্প সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি ইংরেজি ও বাংলা রচনা আজও প্রামাণিক বলে স্বীকৃত। 'আর্ট ম্যানুফ্যাকচার্স অব ইন্ডিয়া' (১৮৮৮) 'গ্রাস, ট্রাঙ্ক অ্যান্ড ব্রাঞ্চ ম্যানুফ্যাকচার্স' (১৮৯৪) 'এ ভিজিট টু ইউরোপ' (১৮৮৯) উল্লেখযোগ্য।

তাঁর উপন্যাস প্রকাশিত হল - 'কঙ্কাবতী' (১৮৯২) 'ফোকলা দিগম্বর' (১৯০১), 'মুক্তমালা' (১৯০১), 'ময়না কোথায়' (১৩১১ বঙ্গাব্দ), 'পাপের পরিণাম' (১৯০৮), গল্পগ্রন্থগুলি হল 'ভূত ও মানুষ' (১৮৯৬), 'মজার গল্প' (১৯০৫), 'ডমরুচরিত' (১৯২৩, মৃত্যুর পর প্রকাশিত)।

তাঁর অধিকাংশ রচনা 'বঙ্গবাসী' ও 'জন্মভূমি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর পর্যবেক্ষণ দৃষ্টিও ছিল অসাধারণ। তাঁর গল্প-উপন্যাসের ব্যঙ্গ প্রবণতার দুটি প্রধান বিষয় হল স্বপ্ন ও ভূত। গল্প লেখা ছিল ত্রৈলোক্যনাথের সহজাত প্রবৃত্তি। ব্যঙ্গ-কৌতুক রচনায় তাঁর ছিল অসাধারণ দক্ষতা। ত্রৈলোক্যনাথের রচনাবলীর মধ্যে- 'কঙ্কাবতী' সবচেয়ে জনপ্রিয়। উপন্যাসটির দুটি ভাগ; প্রথমভাগে পনেরোটি পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগে উনিশটি পরিচ্ছেদ। তার আছে একটি 'পরিশেষ' অংশ। স্বপ্নের জগতে প্রবেশ করেছে রূপকথা। খেঁদু ও কঙ্কাবতীর কাহিনিকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের বহু প্রচলিত একটি জনশ্রুতি এবং সমাজ-সংস্কারকে বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করেছেন ঔপন্যাসিক। রূপকথার জগত ও স্বপ্নের জগত একাকার হয়ে গেছে উপন্যাসে। ত্রৈলোক্যনাথ রস, পরিহাস, কৌতুকের সঙ্গে উদ্ভট ও অদ্ভুত কল্পনার সংমিশ্রণ করে যে গল্পকাহিনি ও রূপকথা লিখেছেন তার স্বাদ রবীন্দ্রনাথকেও মুগ্ধ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সাধনা' পত্রিকায় 'কঙ্কাবতীর' সমালোচনা করেছেন। মানুষ- পশু - ভূত - প্রেত একসঙ্গে বাস করে তাঁর সাহিত্যে। কৌতুক রস পরিবেশনের জন্যই তিনি বাংলার সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন।